3 MAY 2003
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার সমিতির নামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য

সম্প্রতি কিছু দৈনিক পত্রিকায় বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার সমিতির নামে প্রকাশিত কতিপয় সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে এ মর্মে প্রচার ও মতামত ব্যক্ত করেছেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক আদেশে ১৪০টি পদে প্রশাসন ক্যাডারের উপ-সচিবগণকে পদায়নের ফলে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদফতর/দফতর/সংস্থা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পদসমূহে পদায়নে তাঁদের সার্ভিস ক্যাডারের একক অধিকার রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এ অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ায় তারা ২৭ এপ্রিল শিক্ষক সমাবেশের কর্মসূচি পালন করেছেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদফতর, দফতর, সংস্থা ও প্রকল্পের বিভিন্ন পদে কয়েকজন উপ-সচিব নিয়োগের পটভূমি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন রয়েছে বলে সরকার মনে করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিদফতর, দফতর, সংস্থা ও প্রকল্পের বিভিন্ন পদে প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিযুক্ত হয়ে আসছেন। এক পর্যায়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর পদটিতেও অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রশাসন ও অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সব সময়ই একত্রে কাজ করে আসছেন এবং ইতোপূর্বে এ ধারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অব্যাহত ছিল। বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ধারা অব্যাহত আছে।

উল্লেখ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, যুব উন্নয়ন, পানি সম্পদ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসহ বিভিন্ন দফতর/সংস্থার পদে চিরাচরিতভাবে প্রশাসন ও শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিয়োগ লাভ করে আসছেন। একইভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বন, পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য, ধর্ম, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ বিভিন্ন অধিদফতরে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ প্রেষণে আছেন। এমনকি খোদ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়েও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ প্রেষণে আছেন। জনস্বার্থে সরকার এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

সম্প্রতি সরকার বিভিন্ন ক্যাডারের ৪৯৩ জন কর্মকর্তাকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করেছে, যার মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের ১৪ জন কর্মকতা পদোন্নতি পেয়েছেন। উক্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ৪২ জন কর্মকর্তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদায়ণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ২৩ মার্চ ২০০৩ তারিখে আদেশ জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপরোক্ত ৪২ জন কর্মকর্তার মধ্যে মোট ২৮ জনকে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদফতর/দফতর/সংস্থা ও প্রকল্পের বিভিন্ন পদে পদায়ন করে, যার মধ্যে ২ জন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা আছেন। অবশিষ্ট ১৪ জনকে অন্যত্র পদায়নের অনুরোধ জানিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেয়া হয়। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সমিতির প্রচারপত্রে উল্লিখিত ১৪০টি পদে পদায়নের বিষয়টি আদৌ সত্য নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর/সংস্থা/প্রকল্পের বিভিন্ন পদে পদায়নযোগ্য মোট ৪০০টি পদের মধ্যে উল্লিখিত ২৮ জনের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। উপরন্তু এ ২৮ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জনকে বিভিন্ন দফতর/বোর্ডে পদায়ন করা হয়েছে এবং ১৮ জনের পদায়ন বিভিন্ন প্রকল্পের পদে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল পদে পদায়ন করা হয়েছে সে সকল পদ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত পদ নয়।

সকল মহলের বিভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে আরও জানানো যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ তার অধীনস্থ দফতর/অধিদফতর ও প্রকল্পে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের মোট ৬৮ জন এবং বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের মোট ৩৬ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। উভয় মন্ত্রণালয়ের দফতর/অধিদফতর ও প্রকল্প মিলিয়ে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে কর্মরত মোট কর্মকর্তা ৬৫ জন। কাজেই প্রশাসন ক্যাডারের ১৪০ জন কর্মকর্তা কর্মরত থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণ অসত্য এবং এর ফলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্র কিংবা মাঠ পর্যায়ের প্রায় ৯০০ শিক্ষা ক্যাডার পদের কোন পদেই প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করেনি।

এ প্রসঙ্গে সরকার আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করে যে, দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এমনকি ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ২০০ পদ শূন্য রয়েছে। সরকার দেশের কলেজসমূহের শূন্য পদ পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২১তম ব্যাচে ২০০ জন কলেজ শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে আরও ১৫০০ শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ নিয়োগ সম্পন্ন হলে শিক্ষক সমস্যার অনেকটাই দূর হবে বলে সরকার মনে করে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সকল শূন্য পদে শিক্ষকের পদায়ন করা একান্ত প্রয়োজন বিধায় সরকার সাময়িকভাবে দফতর, প্রকল্প এবং সংস্থার কিছু পদ থেকে শিক্ষকদের প্রত্যাহার করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করেছে। সরকার মনে করে যে, উপরোক্ত কয়েক জন উপ-সচিব পদায়নের ফলে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি হয়নি এবং ভবিষ্যতেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু ভবিষ্যতে কলেজ স্তরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে পর্যায়ক্রমে উপ-সচিবগণকে প্রত্যাহার করা হবে।

সরকার মনে করে যে, শিক্ষা ক্যাডারের বিপুল সংখ্যক শূন্য পদের কারণে ১৫ জন শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ থেকে কলেজে পদায়ন করা শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার জন্য একটি সময়োচিত পদক্ষেপ, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষার বৎসর' ঘোষণা বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার আশা করে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণের প্রত্যাবর্তন ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষক সমাজের জন্য একটি আনন্দদায়ক ঘটনা। সরকার এ কারণে আশা করে যে, এ প্রেস বিজ্ঞপ্তির ফলে সংশ্লিষ্ট সকলে তথাকথিত আন্দোলনের নামে ভুল তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না এবং শিক্ষার ক্ষতি করে কোন প্রকার কর্মবিরতি পালন করবেন না। সংশ্লিষ্ট সমিতি সরকারের এ পদক্ষেপের অপব্যাখ্যা দান এবং কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে।